

# বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

## (মাটি ও মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং গণপ্রতিরক্ষার প্রতীক)

**উত্তরবঙ্গে শৈত্যযুগে যখন বিপণ্ডিত জনমীবন, ঠাঁড়ায় কঁপে অসহায় মানুষ-এই কঠিন সময়ে সর্বদা পাশে ছিল বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। শীতকাল ও মানবিক সহায়তা নিয়ে ছুটে যায় প্রান্তিক জনপদে। মানবতার টানে নিরলস প্রচেষ্টায় ছড়িয়ে দেওয়া হয় উষ্ণতার পরশ।**

**হুগুর মেডিকেল কলেজ এড হাসপিটাল, মীর্জাপুরের উত্তর ইপিজেড, সৈয়দপুর বিমানবন্দর, তিরা বাজারে প্রকল্পের মত বস্ত্রীয় ওকতপূর্ণ লঞ্চার অসীমতর আনসার সদস্যরা নিরাপত্তার সঠিক পালন করে দেশের উন্নয়ন কর্মকর্তাদের ধারা অব্যাহত রাখতে তুমিকার রাখছে। এছাড়াও, ডিবি ওকেডিং এর মতো বিশেষায়িত আঞ্চলিক মনোর কর্মসূচি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করে তুমি ডিডিপি সদস্যদের জন্য খুশি করে আশার সঞ্চার।**

**পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, নওগাঁর হুছানগড়, পাবনা-করনালিয়ার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সুরক্ষায় কাজ করছে এ বাহিনীর সদস্যরা।**

**“ডিডিপি অ্যাডভান্সড কোর্স” প্রশিক্ষণ অভিযানের আওতায় ডিডিপির প্রচলিত প্রশিক্ষণ কাঠামোকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সম্প্রসারিত ডিডিপি “কমিউনিটি এলাসি মেকানিজম”, “উন্নয়ন কৌশল”, “করণ শেতু বিকাশ” এবং “সহিষ্ণুতা প্রকল্প”-সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সামাজিক সুরক্ষা পরিষদের অঞ্চলিক করা হয়েছে। এছাড়াও তুমি পর্বতীয় বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে লক্ষ ও দায়িত্বশীল শেতু গড়ে তোলা এবং সদস্যদের আত্মকর্মসম্মানে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। প্রশিক্ষিত করণ সমাজকে সফল ক্ষুদ্র উদ্যোগ হিসেবে গড়ে তোলার পথে অর্থায়নে কাজ করে আনসার-ডিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ও আনসার-ডিডিপি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। প্রশিক্ষণসহ সদস্যরা একদিনে যেমন জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক অ্যান্ড অন্যান্য ক্ষুদ্র মুদ্যোগীক অঞ্চলিক, স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।**

**ময়মনসিংহ জেলার গফরাগাঁও উপজেলার সন্ধান গ্রামা শহিদ আনসার ট্রাউন কমান্ডার অফিস অফিসার ১৯৯৯ সালে আনসার বাহিনীতে ট্রাউন কমান্ডার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশ রক্তক্ষয়ী করার দাবিতে ছাত্রদের সাথে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকায় মিছিল নেব করলে পুলিশের গুলিতে আত্মত্যাগ করে শাহাদাত বরণ করেন।**

**ময়মনসিংহের মুন্সিবগাঁও উপজেলার কান্দা বজার আনসার-ডিডিপি ট্রাউনিক টেম কমান্ডার অফিসার এলিট পর্বত অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি মডেল। সেবার তরুণের অংশীদার, স্ত্রী স্নান, মনোর রূপ, পর্বত পল্লব, স্ত্রীর শিকার সৈন্য ২১টি উন্নয়নমূলক কাজ এই ট্রাউনের অধীনে পরিচালিত হয়। আনসার আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মনোরক্ষক মেসার্স কোলেস অফিসারের সন্ধান গ্রামে এই মডেলটিকে পরিচালিত করে মুন্সিবগাঁও কান্দা বজার উপজেলার সন্ধান গ্রামের মনোরক্ষক এলিট পর্বত অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মডেল হয়ে সার্বভৌম হয়ে উঠে সেবার পরিচালনা গ্রহণ করেছেন।**

**সার্বভৌমগোষ্ঠী জেলা/উপজেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে জেলায় বিরোধী ও অন্যান্য অসামান্য আদালতের অভিযানে নিরামিত অশান্তি কয়েক আনসার বাটালিয়ন সদস্যরা।**

**উপপুরের কৃষি সন্ধান বীর বিক্রম এলাহি বঙ্গ পাটোয়ারী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি আনসার বাহিনীর ট্রাউন কমান্ডার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এলাহি বঙ্গ পাটোয়ারী তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল নিয়ে ২ নং সেক্টরের টালপুরে সফল গেরিলা অভিযান পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে, পাকসেনাদের অভিযানে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে এই অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তাঁকে বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত করা হয়।**

**২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মনোরক্ষা ও তুমিকার বন্যা দুর্গত কৃষকদের ধানের চাচার আকারে পূর্ণজোনের প্রেক্ষিতে দেশের অন্য অঞ্চল হতে চারা সহায় করে কৃষকদের মাঝে ধানের চারা বিতরণ করেন বাহিনীর মহাপরিচালক। অন্য পরবর্তী পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রমের আওতায় পূর্ববর্তী অসহায় মানুষের মাঝে বাহিনীর পক্ষ থেকে গৃহ নির্মাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।**

**১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ-তলার অত্রকোণে পঞ্চজাতীয় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার প্রধানকে ‘পার্ব অর্থ আনসার’ প্রদান করেন ১২ জন বীর আনসার।**

**দেশের বিভিন্নে পড়াশালা ও পুরস্কারে লক্ষ ও আধুনিকায়ন হিসেবে গড়ে তুলতে ঢাকা জেলার নরায়ণ ও গাড়ীপুরের জেএসএল ট্রেনিং সেন্টার (ডিডিপি) এবং মালিকপুর, মিনারপুর ও জামালপুর জেলার টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) সহ সার্বভৌম ৪৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। বিত্ত প্রশিক্ষণ অঞ্চলিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নারী ও পুরুষ ডিডিপি সদস্যদের বিভিন্ন মার্কেটিং এবং ডিগ্রি, ডিবি ওকেডিং, মেট্রি ট্রাউনিং ও মেকানিক এবং সেলাই ও ছাশন ডিগ্রি-ইন-এর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসব মুদ্যোগীক আঞ্চলিক মনোর সঠিকায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণের মনোরক্ষক তারা ইচ্ছাকৃত কর্মসূচীতে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোগের আনসার রাখতে শুরু করেছেন।**

**পটুয়াখালী, বরগুনা, জেলা, আলকাত্তি প্রকৃত উপকূলীয় জেলায় প্রকৃত মুদ্যোগীক পূর্বভাগে পূর্বভাগে জালালা, আনসারপ্রকল্পসমূহে সাধারণ মানুষ ও তাদের প্রয়োজনীয় মাশামাল, পর্বত পত্র নিরাপত্তা রাখা, পূর্ববর্তী কবলিত মানুষের মাঝে প্রয়োজনীয় ঈশ্বর ও গ্রাম সামগ্রী পৌঁছানো এবং মুদ্যোগী পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমে আনসার ডিডিপি সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।**

**ও আনসার পরবর্তী সময় বাসা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা ময়দান জার আদালত, বিজ্ঞান কলিমসারের কার্যালয়সহ দেশের সকল সরকারী অর্থীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পাহারায় আনসার বাটালিয়ন সদস্য, অসীমতর আনসার সদস্য এবং তুমিমূল পর্যায়ে ডিডিপি সদস্যগণ কার্যক্রম তুমিকা পালন করেছিলো।**

**ভাসানচর রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্বরত আনসার বাটালিয়ন সদস্যরা।**

**করনালির জেলার ৫ টি রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বন্ধে ইউনিটস পর্যায়ে সঠিক পালন করছে আনসার বাটালিয়ন ও ডিডিপি সদস্যরা।**

**রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প**

- # মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর ৪০,০০০ রাইফেলের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ৬৭০ জন আনসার সদস্য শাহাদাত বরণ করেন।
- # স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বসূচক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৪ সালে এই বাহিনী ‘স্বাধীনতা পদক’ অর্জন করে।
- # জাতীয় উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে সুদৃঢ় ভূমিকার মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে এ বাহিনী ‘জাতীয় পতাকা’ অর্জন করে।

# আনসার-ডিডিপি সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও কল্যাণের ব্যক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আনসার-ডিডিপি কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে ‘প্রান্তিক শক্তি’ নামক এন্টারপ্রাইজের যাত্রা শুরু হয়েছে।

# সুবৃহৎ বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৬ মিলিয়ন সদস্যদের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সুবী ডিডিপি হেলথকেন্দ্র প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

# এই সেবার মাধ্যমে বাহিনীর দুর্গম এলাকায় মোতায়েনকৃত সদস্যসহ বাড়িতে অবস্থানরত পরিবারের সদস্যরাও এমবিবিএস ডাক্তার কনসালটেশন ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা ২৪/৭ পাচ্ছেন।

- # বাহিনীর নিজস্ব কল্যাণ পরিদপ্তরের উদ্যোগ হিসেবে ‘সঞ্জীবন’ প্রজেক্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন এবং স্বেচ্ছাসেবক ও দুর্দশগ্রস্ত সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ।
- # প্রাথমিকভাবে দেশের ১১৬টি উপজেলায় একটি প্রাট্টনের সদস্যদের জন্য এই জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হবে।
- # দেশের পার্বত্য, চর ও হাওর, বরেন্দ্র ও উপকূলীয় এই ৪ টি অঞ্চলে সঞ্জীবন প্রজেক্টের আওতাধীন প্রাট্টন সদস্যদেরকে জীবনধারণের মৌলিক চাহিদাসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য এসডিজি লক্ষ্য অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে।
- # ‘সঞ্জীবন’ কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ আনসার-ডিডিপি সদস্যদের কর্মসংস্থান বা উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।



### সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের অঙ্গীকার